দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 2·8· APR· ২০০৯
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাবে সাক্ষরতা ২ শতাংশ কমেছে

ইউনেস্কোর সেমিনারে দাবি ব্যুরো মহাপরিচালকের

॥ মোশতাক আহমেদ ॥

২০০৩ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে দেশের সাক্ষরতার হার দুই শতাংশ কমে গেছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি বয়স্কদেরকে সাক্ষরতা কর্মসূচির আওতায় আনতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প নতুন করে চালু করার কোন বিকল্প নেই। ২০০৩ সালে যখন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প চালু ছিল তখন দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ৬৫ শতাংশ। প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন দেশে সাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছে ৬৩.৩৬ শতাংশে (বিবিএস রিপোর্ট ২০০৮) এমন দাবি করেছেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক রেজাউল কাদের। গত ২৬ এপ্রিল রাজধানীর নায়েম মিলনায়তনে ইউনেস্কো আয়োজিত সেমিনারে তিনি এ বক্তব্য তুলে ধরেন।

সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, ২০১৫ সালের মধ্যে সরকার সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। জাতিকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে। এছাড়া শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করতে কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দিয়ে শিক্ষা কারিকুলাম তৈরি করা হবে।

সেমিনারে বলা হয়, সেনেগালের রাজধানী ডাকারে ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা অভিযান তথা গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন (জিইসি) শিরোনামে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ডাকার ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৮০টি দেশ ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। এরপর থেকে প্রতিবছর সারাবিশ্বে ২০ থেকে ২৬ এপ্রিল গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ পালিত হয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও সপ্তাহব্যাপী নানা কর্মসূচি পালিত হয়। এর মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, অভিভাবক সমাবেশ, মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পথনাটক, র‍্যালী, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, মেলা, মানববন্ধন ও সেমিনার।